بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ই'দাদ বা প্রস্তুতি

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন এদ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পার আল্লাহর শত্রুদের এবং তোমাদের শত্রুদের আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।
(সূরা আল আনফাল ৮:৬০)

١٣٤٠/٤٨. وَعَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ ، يَقُولُ : «﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ ، أَلاَ إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلاَ إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلاَ إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ». رواه مسلم

৪৮/১৩৪০। উক্ববাহ ইবনে আমের জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে মিম্বরের উপর খুৎবা দেওয়ার সময় এ কথা বলতে শুনেছি যে, (মহান আল্লাহ বলেছেন,) ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ অর্থাৎ, তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় কর। *(সূরা আনফাল ৬০)* এর ব্যাখ্যায় বললেন, "জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি। জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি। জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি।" *(মুসলিম)* [৩৪১]

١٣٤١/٤٩. وَعَنهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ ، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ ، فَلاَ يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ ». رواه مسلم

৪৯/১৩৪১। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "অচিরেই তোমাদের জন্য অনেক ভূখণ্ড জয়লাভ হবে এবং (শত্রুদের বিরুদ্ধে) আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন, তার তীর নিয়ে (অবসর সময়ে) খেলতে (অভ্যাস করতে) অক্ষমতা প্রদর্শন না করে।" *(মুসলিম)*[৩৪২]

١٣٤٢/٥٠. وَعَنه: أَنَّه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، أَوْ فَقَدْ عَصَى». رواه مسلم

৫০/১৩৪২। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তিকে তীরন্দাজির বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হল, তারপর সে তা পরিত্যাগ করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয় অথবা সে অবাধ্যতা করল।" *(মুসলিম)*[৩৪৩]

١٣٤٤/٥٢. وَعَن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ ﷺ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ : « ارْمُوا بَنِي إِسمعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً ». رواه البخاري

৫২/১৩৪৪। সালামাহ ইবনে আকওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) তীর নিক্ষেপে রত একদল লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "হে ইসমাঈলের সন্তানেরা। তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। কারণ, তোমাদের (আদি) পিতা (ইসমাঈল) তীরন্দাজ ছিলেন।" *(বুখারী)* [৩৪৫]

١٣٤٥/٥٣. وَعَن عَمرِو بنِ عَبَسَة ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « مَنْ رَمَى بِسَهمٍ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৫৩/১৩৪৫। আম্‌র ইবনে আবাসাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করে, তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী হয়।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩৪৬]

١٣٣٨/٤٦. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِيمَاناً بِاللهِ، وَتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ ، فَإِنَّ شِبَعَهُ ، وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ ، وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ». رواه البخاري

৪৬/১৩৩৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে ও তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য ভেবে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া বেঁধে রাখে (পালন করে), সে ঘোড়ার (আহার পূর্বক) তৃপ্ত হওয়া, পান যোগে সিক্ত হওয়া, তার পেশাব ও পায়খানা কিয়ামতের দিনে তার (নেকীর) পাল্লায় (ওজন) হবে।" *(বুখারী)*[৩৩৯]

উলামাগনের মর্যাদা

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমরা যদি না জান তাহলে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে যারা অবগত তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (সূরাহ্ আন্-নাহ্ল ১৬ : ৪৩)

তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر : ٩]

অর্থাৎ, বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? *(যুমার ৯ আয়াত)*

আল্লাহ আরো বলেন, ﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة : ١١]

অর্থাৎ, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। *(মুজাদালা ১১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ﴾ [فاطر : ٢٨]

অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় ক'রে থাকে। *(ফাত্বের ২৮ আয়াত)*

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

'নিঃসন্দেহে আলিমগণ নাবীদের উত্তরাধিকারী। আর নাবীগণ কাউকে দিনার ও দিরহামের উত্তরাধিকার রেখে যান না। তাঁরা শুধু ইলমের উত্তরাধিকার রেখে যান। সুতরাং, যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে, সে তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য গ্রহণ করে।

(সুনানে আবু দাউদ-৩৬৪১, সুনান তিরমিযী- ২৬৮২, মুসনাদে আহমাদ -২১৭৬৩, সুনান ইবনে মাজাহ – ২২৩, সহীহ ইবনে হিব্বান – ৮৮, শুয়াবুল ঈমান – ১৬৯৬, আলবানীর মতে সহীহ, দেখুন সহীহ আল জামি - ৪২১২)

١٣٩٥/١٢. وَعَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيْرَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن»

১২/১৩৯৫। আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আলেমের ফযীলত আবেদের উপর ঠিক সেই রূপ, যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের উপর।" তারপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাকুল, আসমান-যমীনের সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের মধ্যে পিপড়ে এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমণ্ডলীর শিক্ষাগুরুদের জন্য মঙ্গল কামনা ও নেক দুআ ক'রে থাকে।" *(তিরমিযী হাসান)*[৩৮৬]

<u>আনসার</u>

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরা হলো সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী। (আল আনফাল ৮ :৭৪)

সাধারন ভাবে আল্লাহর রাস্তায় সাহায্য করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ : ৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ

হে ঈমানদারগন! তোমরা আল্লাহর (পথে) সাহায্যকারী হয়ে যাও। [সূরা স-ফ ৬১:১৪]

জিহাদ-ক্বিতাল সংক্রান্ত

﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة : ٣٦]

অর্থাৎ, আর অংশীবাদীদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ সাবধানীদের সাথে রয়েছেন। *(সূরা তাওবাহ ৩৬ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٢١٦]

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। *(সূরা বাক্বারাহ ২১৬ আয়াত)*

﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [التوبة : ٤١]

অর্থাৎ, দুর্বল হও অথবা সবল সর্বাবস্থাতেই তোমরা বের হও এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ কর। *(সূরা তাওবাহ ৪১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾[التوبة : ١١١]

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদসমূহকে বেহেশ্‌তের বিনিময়ে ক্রয় ক'রে নিয়েছেন; তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা হত্যা করে এবং নিহত হয়ে যায়। এ (যুদ্ধে)র দরুন (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে; আর নিজের অঙ্গীকার পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যা তোমরা সম্পাদন করেছ। আর এটা হচ্ছে মহা সাফল্য। *(সূরা তাওবাহ ১১১)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصف : ١٠- ١٣]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান বলে দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা ক'রে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত এবং (প্রবেশ করাবেন) স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য। আর তিনি তোমাদেরকে দান করবেন বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ; আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আর বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও। *(সূরা সাফ্ ১০-১৩ আয়াত)*

وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য ওয়ালী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। (আন নিসা ৪:৭৫)

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (সূরা আত তাওবা ৯:২৪)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়,তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (আল আনফাল, ৮ :৩৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আত তাওবা ৯ :১২৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ তার বান্দাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরনে যথেষ্ট এবং সর্বজ্ঞ। [সূরা: মায়িদা ৫:৫৪]

١٣٥٧/٦٥. وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

৬৫/১৩৫৭। আনাস হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা জান-মাল ও বাক্য দ্বারা সংগ্রাম চালাও।" *(আবূ দাঊদ, বিশুদ্ধ সানাদ)*[৩৫৮]

١٢٩٥/٣. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ العَمَلِ أَفضلُ ؟ قَالَ : « الإِيمَانُ بِاللهِ ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১২৯৫। আবূ যার্র (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৯৬]

١٢٩٦/٤. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১২৯৬। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর পথে এক সকাল বা এক সন্ধ্যা অতিক্রান্ত করা, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৯৭]

وفي رواية البخاري : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الجِهَادَ ؟ قَالَ : « لاَ أَجِدُهُ » ثُمَّ قَالَ : « هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلاَ تَفْتُرَ ، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ » ؟ فَقَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟!

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, একটি লোক বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হবে।' তিনি বললেন, "আমি এ ধরনের আমল তো পাচ্ছি না।" তারপর তিনি বললেন, "তুমি কি এরূপ করতে পারবে যে, মুজাহিদ যখন বের হয়ে যাবে, তখন থেকে তুমি মসজিদে ঢুকে অক্লান্তভাবে নামাযে নিমগ্ন হবে এবং অবিরাম রোযা রাখবে।" সে বলল, 'ও কাজ কে করতে পারবে?'

١٣١١/١٩. وَعَن أَبِي عَبْسٍ عَبدِ الرَّحمَانِ بنِ جَبْرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ». رواه البخاري

১৯/১৩১১। আবূ আব্স আব্দুর রহমান ইবনে জাব্র (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, "যে বান্দার পদযুগল আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হবে, তাকে জাহান্নাম স্পর্শ করবে না।" *(বুখারী)*[৩১২]

١٣٢٠/٢٨. وَعَن عَبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « يَغْفِرُ اللهُ لِلْشَّهِيدِ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ » . رواه مسلم

وفي روايةٍ له : « القَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيءٍ إِلاَّ الدَّيْن » .

২৮/১৩২০। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গোনাহ আল্লাহ মাফ ক'রে দেবেন।" (মুসলিম) [৩২১]

এর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহর পথে শাহাদত বরণ ঋণ ব্যতীত সমস্ত পাপকে মোচন করে দেয়।"

١٣٢٦/٣٤. وَعَن سَمُرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتيَانِي ، فَصَعِدَا بِي الشَّجرةَ فَأَدْخَلاَنِي دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا ، قَالاَ : أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ». رواه البخاري ، وَهُوَ بعض من حديث طويل فِيهِ أنواع من العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إنْ شاء الله تَعَالَى .

৩৪/১৩২৬। সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "রাতে দু'জন লোক আমার কাছে এসে আমাকে গাছের উপর চড়ালো এবং আমাকে একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করালো, ওর চাইতে সুন্দর (ঘর) আমি কখনো দেখিনি। তারা (দু'জনে) বলল, '--- এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর।" *(বুখারী, এটি একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ; যাতে আছে বহুমুখী ইল্‌ম। ইন শাআল্লাহ*

١٣٢٩/٣٧. وَعَن سَهلِ بنِ حُنَيفٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ». رواه مسلم

৩৭/১৩২৯। সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সত্য নিয়তে আল্লাহর কাছে শাহাদত প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিবেন; যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।" *(মুসলিম)* [৩৩০]

١٣٣١/٣٩. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৩৯/১৩৩১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শহীদ হত্যার আঘাত ঠিক সেইরূপ অনুভব করে, যেরূপ তোমাদের কেউ চিমটি কাটার বা পিপীলিকার কামড়ের আঘাত অনুভব করে।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩৩২]

١٣٤٩/٥٧. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ ». رواه مسلم

৫৭/১৩৪৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে জিহাদ করেনি এবং অন্তরে জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও করেনি, সে মুনাফিক্বীর একটি শাখায় মৃত্যুবরণ করল।" *(মুসলিম)*[৩৫০]

١٣٦٠/٦٨. وَعَنهُ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « الحَرْبُ خَدْعَةٌ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৬৮/১৩৬০। উক্ত রাবী (রাঃ) ও জাবের (রাঃ) উভয় কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যুদ্ধ হচ্ছে প্রতারণামূলক এক ধরনের চক্রান্ত।" *(বুখারী)* [৩৬১]

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার মহান ফযীলত

আগের অধ্যায়ে উল্লেখিত সূরা তাওবার ৪১ এবং ১১১ নং আয়াত এবং সূরা সফের ১০-১১ আয়াতে জান দ্বারা জিহাদের সাথে সাথে মাল দ্বারা জিহাদের কথা বলা হয়েছে।

١٣١٤/٢٢. وَعَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ». متفقٌ عَلَيْهِ

২২/১৩১৪। যায়দ ইবনে খালেদ (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যোদ্ধা প্রস্তুত ক'রে দিল, সে আসলে স্বয়ং যুদ্ধ করল। আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার পরিবারের দেখা-শুনা করার জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করল, সে আসলে স্বয়ং যুদ্ধ করল।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩১৫]

٥٥١/٣. عَن عَدِي بنِ حَاتِمٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ النَّبِيّ ﷺ ، يَقُولُ : « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ». مُتَّفَقٌ عليه

৩/৫৫১। আদী ইবনে হাতেম (ﷺ) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ ক'রে হয়!" *(বুখারী-মুসলিম)* [১৬১]

١٣٤٦/٥٤. وَعَن أَبِي يَحيَى خُرَيْمِ بنِ فَاتِكٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُمِئَةِ ضِعْفٍ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن ».

৫৪/১৩৪৬। আবূ য়্যাহয়্যা খুরাইম ইবনে ফাতেক (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করে, তার জন্য সাতশ' গুণ নেকী লেখা হয়।" *(তিরমিযী, হাসান)* [৩৪৭]

١٣٥٦/٦٤. وَعَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ لَمْ يَغْزُ ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِياً ، أَوْ يَخْلُفْ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ ، أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৬৪/১৩৫৬। আবূ উমামাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করল না, অথবা কোন মুজাহিদকে (যুদ্ধ-সরঞ্জাম দিয়ে যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুত করল না কিম্বা মুজাহিদদের গৃহবাসীদের ভালভাবে তত্ত্বাবধান করার জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করল না, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের পূর্বেই কোন বিপদ বা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত করবেন।" *(আবূ দাউদ শুদ্ধ সানাদ)* [৩৫৭]

ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং বিচ্ছিন্ন না হওয়া/ নিজেদের মধ্যে বিবাদ না করা

وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে। (আল আনফাল ৮ :৭৪)

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলি ইমরান ৩ :১০৩)

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে। (সূরা আল-আনফাল ৮ : ৪৬)